বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম চেয়ারম্যান

২। মনজুরুল আহসান বুলবুল, সদস্য

৩। সেবীকা রানী, সদস্য

মামলা নং ০৮/২০২২

শাহিদা আক্তার সাম্যলীনা

ফরিয়দী

বনাম

মো. মামুনুর রশিদ মামুন, সম্পাদক, সাপ্তাহিক আনন্দ তারকা

প্রতিপক্ষে

শাহিদা আক্তার সাম্যলীনা স্বয়ং

ফরিয়াদীপক্ষে

বনাম

মো. মামুনুর রশিদ মামুন, সম্পাদক, সাপ্তাহিক আনন্দ তারকা স্বয়ং

প্রতিপক্ষে

রায়ের তারিখঃ /১২/২০২২

রা য়

সাপ্তাহিক আনন্দ তারকা পত্রিকার গত ২২/১২/২০২১ ইং তারিখের ৪২ সংখ্যায় “আবার অষ্টজালে সাম্যলীনা” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে ফরিয়াদি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা মতে এই মামলা দায়ের করে বিচার প্রার্থণা করেন। এই বিষয়ে ফরিয়াদি নিম্নলিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন যে, প্রকাশিত সংবাদটি মনগড়া, একপেশে এবং সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত পেশ করা হয়েছে। এখানে উভয় পক্ষের মতামত ও সংশ্লিষ্ট প্রমানাদি সম্পর্কে কোন কিছুই পেশ করা হয় নাই যাহা সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে

না। সংবাদটিতে রিপোর্টার বা প্রতিনিধি উল্লেখ না করে বার্তা পরিবেশক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সংবাদটি মনগড়া এবং ব্যক্তি আক্রমন ছাড়া আর কিছু নয়। সংবাদে লিখিত শব্দসমূহ ফরিয়াদিকে মর্মাহত করেছে। এমনকি যে শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ফরিয়াদিকে বিদ্রুপ করে করা হয়েছে। তদুপরি ফেনী গোয়েন্দা শাখাকে উল্লেখ করে ফরিয়াদিকে ১৫ ঘন্টা আটক করার কথা ও তাদের দ্বারা অশোভন আচরণ সম্পূর্ণ অসত্য ও মিথ্যা। এ ব্যপারে ডিবির কোন বক্তব্য ও উল্লেখ করা হয় নাই। তাদের নাম ও ফরিয়াদির নাম জড়িয়ে মিথ্যা প্রপোগন্ডা ছড়ানো হয়েছে এবং ফরিয়াদির চরিত্রে কালিমা লেপন করে সংসারে অশান্তি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ফরিয়াদির বিরুদ্ধে করা উল্লেখিত জিডিতে একপেশে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। জিডি হয়েছে সত্যি কিন্তু উহার আড়ালের ঘটনা মিথ্যা। তাহার নামে ফেসবুকে ১টি ফেইক আইডি বানিয়ে তার সাফল্যে ইর্শান্বিত হয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। মফস্বল থেকে সংসার সামলে তার লেখাপড়া করা, সাংবাদিকতার ডিগ্রি নেওয়া, কর্মদক্ষতার সাথে উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় কাজ করা, অনবরত লোখালেখি করা বিশেষ করে সম্প্রতি ফেনির আচল নামক পত্রিকার তিনি ফেনী হতে ডিক্লারেশন লাভ করেন। এর পরে তাহাকে নানা রকম মানসিক হয়রানি ও আর্থিক ক্ষতি করতে নতুন গজিয়ে উঠা মহল ও তার ৩-৪ সহযোগীর প্ররোচনায় এই জিডি করা হয়। ফরিয়াদির মত একটি মেয়ের পক্ষে ফেনীর মত জেলা শহর হতে পত্রিকার অনুমোদন নেওয়ার ফলেই এই মিথ্যা জিডিটি করা হয়, যাহা একটি চক্রান্তের শিকার এবং এই ব্যপারটি পত্রিকায় প্রকাশ করে তাহাকে আরো কষ্ট ও অপমান করা হয়।

বানোয়াট খবরটি প্রকাশের সময় ফরিয়াদী ঢাকায় ছিলেন কাজেই তিনি প্রতিবাদ পাঠান তবে দেরীতে। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ ফেনীতে গণমাধ্যমের হয়ে কাজ করেছেন এবং সিনিয়র ও জুনিয়রদের কাছে সমাদৃত। তার বিরুদ্ধে কখনো কারো কোন অভিযোগ ছিল না। একটি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে তার একটি ভাবমূর্তি আছে। উক্ত সংবাদ প্রকাশে তার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সময়ে তাকে ফোনে অশালীন কথা বলতেন ফলে বাধ্য হয়ে তিনি তার নাম্বার ব্ল্যাকলিস্টে রাখেন। তথাপি প্রতিপক্ষ বয়স্ক ও সিনিয়ির এটা চিন্তা করে তিনি তাকে সম্মান দিয়ে চলতেন। আকষ্মিক এই ধরণের সংবাদ ছেপে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির সামাজিক সম্মান নষ্ট করেছেন। ফলে তিনি এই অপচেষ্টার বিচার চান। এই আপত্তিকর সংবাদ ছাপানোর ব্যপারে ফরিয়াদি প্রতিপক্ষের কাছে প্রতিবাদ পাঠান। কিন্তু প্রতিপক্ষ তা ছাপাননি ফলে অভিযোগের কারন প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে তাই তিনি এই মামলাটি দায়ের করেন।

এই মামলায় প্রতিপক্ষ তার জবাব প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন, গত ২২ শে নভেম্বর ২০২১ তারিখে ফরিয়াদি সম্পর্কে যে সংবাদ তার “আনন্দ তারকা” পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। সেখানে তিনি বলেন, যদি সংবাদটি সত্য না হতো তাহলে প্রতিপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে

সংবাদটির প্রতিবাদ পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতেন। কিন্তু তা না করেন ৩ মাস ২০ দিন পরে তিনি প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছেন। তাহা আইনসিদ্ধ বলে তিনি মনে করেন না। ইহা ছাড়াও প্রতিবাদ লিপিতে প্রতিপক্ষের কোন দস্তখত নেই। ১৩/০৩/২০২২ তারিখে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে ১৬/০৩/২০২২ তারিখে অত্র মামলাটি দায়ের করা হয়। ফলে প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবাদীপক্ষ পাননি। ইহাতে পরিষ্কার যে প্রতিপক্ষ পত্রিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ফরিয়াদি এই মামলাটি দায়ের করেছেন। উক্ত পত্রিকায় সংবাদটির আর একটি অংশে দেখা যায়, জোহরা আক্তার ওরফে নুসরত চৌধুরুর বিরুদ্ধে ফেসবুকে আপত্তিকর বক্তব্য নুসরত চৌধুরী একা নারী সাংবাদিক হওয়ায় স্বত্ত্বেও সাম্যলীনা ঐ নারী কর্মীর ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন মিথ্যা হয়রানিমূলক অপপ্রচার ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা হানির চেষ্টা করেন বিধায় নুসরাত চৌধুরী ফেনী থানায় এজাহার দায়ের করেন। যাহা জিআর নং ২২/২১ জিডি নং-১৮৬১, তাং-২৭/০৯/২০২১।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিষয়টি বাদীনিকে নিয়ে শোনার পরে আমলে নিয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে ৩০/১১/২০২১ তারিখের ভিতরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। মামলাপি বর্তমানে চট্টগ্রাম আইসিটি ট্রাইবুনালে শুনানি চলছে। সাম্যলীনা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য ফেনী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে আবদন করেন। পুলিশ সাম্যলীনার ব্যক্তিগত তদন্তে গেলে জানতে পারে যে, সাম্যলীনা সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখিতে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে লেখে থাকে। তখন পুলিশ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে কয়েক ঘন্টার জন্য আটক করে পরবর্তীতে স্থানীয় সাংবাদিকদের হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পায়। অতএব, অত্র মামলাটি ১২ ধারা অনুযায়ী চলিতে পারে না। সাম্যলীনা যে প্রতিবাদটি পাঠিয়েছিলেন এবং যাহা প্রতিপক্ষ সময়ের অভাবে ছাঁপাতে পারেনি তাহা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গত ২২/১১/২০২১ তারিখে ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অনন্দ তারকায় "আবার অষ্টজালে সাম্যলীনা" শিরোনামে এক অসত্য তথ্য সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করে একটা সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রতিপক্ষের নামে এবং তার ছবি ব্যবহার করে বার্তা পরিবেশক দিয়ে এই অসত্য, বিদ্রপাত্মক এবং অপমানমূলক সংবাদের তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। উক্ত সংবাদে ফেনীর ডিবি পুলিশ জড়িয়ে তাকে আটক করা হয় মর্মে আরো মিথ্যা তথ্য যোগ করা হয়। উক্ত তথ্যে ডিবি পুলিশেরও কোন মতামত নেই এবং তার কাছ থেকেও কোন তথ্য যাচাই বাছাই না করে তার অজান্তে সংবাদপত্রের নীতিমালার বাহিরে গিয়ে এই অযাচিত কটুক্তিসহ সংবাদ পরিবেশন করে সামাজিকভাবে প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ফলে তিনি সমাজ, আত্নীয় স্বজন, জুনিয়র সাংবাদিক, সিনিয়র সাংবাদিক, পিয়ন ও অধিনস্থ প্রতিনিধির কাছে মানসিকভাবে অপমানিত হন। উক্ত সংবাদ প্রকাশের পর প্রতিপক্ষের শভাকাঙ্খীরা তাহাকে ফোন মারফত জানালে তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেননি। তিনি সাংবাদিকতায় পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। পরীক্ষার পর

ফেনী গেলে প্রতিপক্ষের সহকর্মীরা প্রতিবাদ ও আইনানুগ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেও তিনি চুপ থেকে অপেক্ষায় ছিলেন আনন্দ তারকার সম্পাদকের ভুল স্বীকার করে সম্পাদকের ক্ষমা চাওয়ার। কিন্তু এত দিনেও এর কোন সুরাহা না হওয়াতে তিনি নিয়ম তান্ত্রিকভাবে এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কারণ তিনি আরো জানতে পারেন যে, আনন্দ তারকার সম্পাদক নিজেই বিভিন্ন দপ্তরে ও তার অনুগত ব্যক্তিদের কাছে পত্রিকা দিয়ে তার বিরুদ্ধে সংবাদটি দেখাতে থাকে ও পত্রিকা পড়তে না চাইলেও পত্রিকা গুজে দেয়। প্রতিপক্ষের অনুমতি ছাড়া ফেসবুক থেকে তার ছবি ব্যবহার করে এই অতথ্য ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন কারার অপচেষ্টা প্রতিকার ও ঐ বিষয়ে সম্পাদকসহ এরসাথে জড়িতদের দুঃখ প্রকাশ সম্বলিত প্রকাশ করার তিনি আহবান জানান। এই প্রতিবাদটি দেওয়া হয়েছিল ১৩/০৩/২০২২ তারিখে।

প্রতিপক্ষের জবাব পেয়ে ফরিয়াদী প্রতিউত্তর দাখিল করেন। সেখানে তিনি তার সম্পূর্ণ কথার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ন্যায় বিচার করে প্রতিপক্ষকে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেতে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে আনন্দ তারকা পত্রিকাটি বর্তমানে খুব কম প্রকাশিত হয়, আনন্দ তারকা পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ ২২/১২/২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয় তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। ঘটনা শুনে তিনি পত্রিকার এক কপি জোগাড় করতে চান কিন্তু কোনো কপি কোথাও খুজে পাননি। অবশেষে এক হকারকে ধরে তার মাধ্যমে ১১/০৩/২০২২ তারিখে উক্ত কপিটি জোগাড় করতে পারেন এবং ১৩/০৩/২০২২ তারিখে প্রতিবাদলিপি পাঠান। যদিও ইহা পাঠাতে কিছুটা দেরী হয়েছে কোনো কপি না পাওয়ার কারনে কিন্তু তাতে প্রতিবাদ করা হয় নাই, প্রতিপক্ষের এই বক্তব্য টিকে না। তাই এই পয়েন্টে প্রতিপক্ষের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিবাদটি পাওয়ার পরে প্রতিপক্ষ উহা ছাপান নাই। যদিও তার দাবী এত দেরীতে আসায় উহা ছাপানোর কোনো আইনগত মূল্য নেই। ইহা যদি আমরা মেনেও নেই, তাতে ফরিয়াদী প্রতিবাদ করেননি এই যুক্তি টিকেনা। এখন এই মামলার আসল প্রশ্ন যে বক্তব্যসমূহ ছাপানোর আগে প্রতিপক্ষ এইসব বক্তব্য সমন্ধে ফরিয়াদীর কাছে কোনো যাচাই বাছাই করেছেন কিনা তিনি এইসব বক্তব্য অস্বীকার করার কোনো সুযোগ ফরিয়াদীকে দিয়েছেন কিনা। সমস্ত পত্র পত্রিকা, আরজী, জবাব, প্রতিউত্তর ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে আমরা কোথাও এর উত্তর হ্যাঁ বোধক পাই না। ফলে সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পূর্ণ ভঙ্গ করা হয়েছে। ফরিয়াদীর বক্তব্য যে তিনি অনেক উচ্চ শিক্ষিত সাংবাদিক ও মহিলা হওয়ার কারনেই স্বার্থেন্বেষী মহল তার বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারে লিপ্ত হয় এবং এ ব্যপারে প্রতিপক্ষকে নির্দোষ বলা যায়। অত্র জুডিশিয়াল কমিটি এই ব্যপারে একমত যে প্রতিপক্ষ এই মামলায় আনন্দ তারকা পত্রিকার ২২/১১/২০২১ তারিখের সংখ্যায় “আবার অষ্টজালে সাম্যলীনা” এই সংবাদটি প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করেছেন। যার ফলে তিনি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা মতে দোষী হওয়ার যোগ্য। আমরা আরো একমত যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে লিখিত বক্তব্যসমূহ যাচাই বাছাই করে ছাপানো হয়নি, তিনি বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ পাননি। ফলে

প্রেস কাউন্সিল আইনে প্রতিপক্ষ দোষী। এই জুডিশিয়াল কমিটি আশা করে ভবিষ্যতে উভয়পক্ষ প্রেস কাউন্সিলের আইন এবং সাংবাদিকদের নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলবেন যেন ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় এবং তারা নির্বিঘ্নে তাদের কাজসমূহ চালিয়ে যেতে পারে।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে একইভাবে ছাপিয়ে উক্ত পত্রিকায় একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

মনজুরুল আহসান বুলবুল
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

সেবীকা রানী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল